পাবলো নেরুদা

হীরক বিশ্বাস

- বিস্তীর্ণ সংগ্রামের পরিসরে একটি নাম

আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে যাব, সাদা পাতাগুলো অপেক্ষা করছে কখন তাতে আমরা, কবিরা রক্ত আর অন্ধকার ঢেলে দেবো, কারণ কবিতা তৈরী হয় রক্ত আর অন্ধকার দিয়ে, এবং তাই দিয়েই কবিতা তৈরী হওয়া উচিত। (নোবেল পুরস্কারের ভোজসভায় নেরুদার প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ)। এই ব্যতিক্রমী নোবেল ভাষণেরমধ্যে দিয়েআমরা চিলির সংগ্রামী কবি নেরুদার আত্মাকে চিনে নিতে পারি। প্রত্যক্ষ রাজনীতির উজান বেয়ে উঠে আসা এই কবি দেশে দেশে শ্রমিক - গরিব মানুষের সংগ্রামকে করেছেন উদ্দীপ্ত। স্বদেশ চিলিকে ভালবেসে তার সংগ্রামের শরিক হয়ে বিশ্বমানবের সংগ্রামী চেতনায় নিজেকে করেছিলেন সংপৃক্ত।

তেরো বছর বয়স থেকেই নেরুদার কবিতা লেখা শুরু। সূচনা রোমান্টিক কবিতার অতিশয়তা এবং দেহজপ্রেমের কবিতা দিয়ে। কুড়ি বছর বয়সে তাঁর কবিতা সংকলন টুয়েন্টি পোয়েমস অব লভ অ্যান্ড ওয়ন ডেসপারেট সঙ (১৯৪২ সাল) বইটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই সময়ের কবিকর্মে সুররিয়ালিজমের প্রভাব বিদ্যমান এবং তা নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়ে হাজির--- আকাশের মেঘ খ্যাপা বাতাস/ বিদায়ের সাদামাল উড়িয়ে বিদায় দেবার সময় / বেদনাহত হৃদয় নিয়ে প্রেমের নিস্তব্ধতায়/ কাঁপছে থরো থরো। বা নারীদেহ শ্বেত পর্বত, শ্বেত উ/ আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে শুয়ে থাকা তোমাকে দেখে/ মনে হয়, যেন তুমি গোটা পৃথিবী।/ আমার কৃষকসুলভ, কর্কশ দেহ তোমাকে খুঁড়বে/ যাতে মাটির তলা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে পুত্র। এই প্রেমেরওবিষাদের কবিতায় নেরুদার কবিমানস কিন্তু থেমে থাকেনি। তিনি নিজেই বলেছেন, কবির সৃষ্টি স্থির নয়--- গতিশীল। কবির আত্মবিশ্বাস ও জীবনবোধ গতিশীল সেই চাকাকে সব সময়েই ঘুরিয়ে চলেছে। দি অ্যাটেমপটস্ অব ইনফিনিট ম্যান (১৯২৫), দি এনথুসিয়েসটিক স্লিঙ্গার (১৯৩৩), রেসিডেন্স অন আর্থ (১ম খন্ডও ২য় খন্ড ১৯২৫-১৯৩৫সালের মধ্যে) কাব্যগ্রন্থগুলি প্রেম, বিষন্নতা, যন্ত্রণায় তা পরাবাস্তব চেতনায় আচ্ছন্ন।

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেন। স্পেনে কূটনীতিকের চাকুরীর সময় সেখানকার গৃহযুদ্ধের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর কবিমানসে আসে পরিবর্তন। কবি গার্সিয়া লোরকার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তাঁর প্রভাবে তিনি রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সমর্থনে নেমে পড়েন। গৃহযুদ্ধে লোরকার হত্যাকান্ড আত্মসমাহিত নেরুদার কাব্যভাবনায় এলো পরিবর্তন। লোরকার সঙ্গে বন্ধুত্বে লিখেছিলেন দীর্ঘ কবিতা--- ফেদেরিরো/ দেখেছ তুমি পৃথিবী, পথঘাট / ভিনিগার স্টেশনে বিদায় / যখন ধোঁয়া চালু করে দেয় তার লক্ষ্যমুখী চাকাগুলোকে/ সেইদিকে যেদিকে আর কিছুই নেই শুধু/ ছাড়াছাড়ি, পাথর আর রেলের রাস্তা....। লোরকার মৃত্যুতে হৃদয়ে অনুভব করলেন পাল্টে যাওয়া পৃথিবীর বার্তা। বন্ধুর মৃত্যুতে বেদনা বিধুর হৃদয়ে লিখলেন--- আমি মরে যেতে পারি সেই মাধুর্যের জন্য যা আসলে তুমিই/ ভেজা পেঁয়াজের গন্ধে ভরা সব নগরী/ অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য,/ কখন তুমি পথ দিয়ে যাবে / ঘন গাঢ় গলায় গান গাইতে গাইতে...। এই কবিতার একটি অংশে তিনি ক্রোধে লিখেছেন--- যদি পারত

াম সব পুরভবনকে ঝুলকালিতে ভরিয়ে দিতে/ আর, ফুঁপিয়ে কেঁদে, ছিঁচড়ে নামতে পারতাম যদি ঘড়িগুলো/ তবে আমি তাই করতাম, যাতে দেখতে পাওয়া যেতো/ কেমন করে তোমারবাসায়/ বসন্ত আসে তার ছিন্ন ওষ্ঠাধর নিয়ে---। এ কবিত ার মধ্য দিয়ে বিমূর্ত ভাবনা থেকে বস্তুবাদী জীবনদর্শনে স্থির হয়ে সংগ্রামী মানুষের কবিরূপে নবরূপান্তর ঘটলো। ১৯৩৭ সালে কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে সমর্থনের জন্য তাঁর চাকুরীচ্যুতি। দেশে ফিরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় অনবদ্য কবিতার সংকলন স্পেন ইন মাই হার্ট লিখলেন। এ কাব্যগ্রন্থের বিষয় যুদ্ধ পরিস্থিতি, বিস্ফোরণ, প্রজ্জ্বলন, মৃত্যু আর প্রত্যয়ের বিভাগ--- তবু প্রতিটি মৃত অট্টালিকা থেকে ফিনকি দেয় জ্বলন্ত ধাতু/ ফিনকি দেয় ফুলের পরিবর্তে/ স্পেনের প্রতিটি গহ্বর থেকে/ উৎসারিত স্পেন/ প্রতিটি নিহত শিশু জন্ম দেয় একেকটি শ্যেনদৃষ্ট বন্দুকের। প্রতিটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট/ একদিন না একদিন যা খুঁজে পাবে একটি হৃদপিন্ডের অব্যার্থ লক্ষ্যবস্তু। স্পষ্টতই এখান থেকে পরাবাস্তব ও হতাশার কুহেলিকা ছিন্ন করে কবি সংগ্রামের ঝিমানবিক চৈতন্যে উত্তীর্ণ হলেন। সুররিয়ালিজন থেকে কঠিন বাস্তববাদে তাঁর এই উত্তরণ আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় ফরাসী কবি আরাগেঁর কথা।

স্পেনে গৃহযুদ্ধের প্রতি তাঁর সমর্থন ও সাহায্য থাকলেও তাঁর মনে হয়েছিল সেখানকার লড়াই সঠিকপথেচালিত হয়নি। অ্যানার্কিষ্টদের বিশৃঙ্খলা তাঁকে বিরূপ করেছিল। তিনি মনে করতেন কমিউনিষ্টরাই লড়াইয়ে সঠিকনেতৃত্ব দিতে পারবে। তাছাড়া দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধে ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের জয়লাভ তাঁকে কমিউনিষ্টদের প্রতিআগ্রহী করে এবং ষ্ট্যালিনের জন্য তাঁর হৃদয়ে শ্রদ্ধার, ভালবাসার আবেগ সঞ্চারিত হয়। ষ্ট্যালিন ও ষ্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধ নিয়ে কবিতা তার প্রমাণ--- ক ারণ তুমি, ষ্ট্যালিনগ্রাদ, প্রসারিত করো তার কাছে তোমার হৃদয়/ যখন স্পেন জন্মদিচ্ছে তোমার বীরদের মতো বীর..... ষ্ট্যালিনগ্রাদ, এখনো কোনো দ্বিতীয় ফ্রন্ট তৈরী হয়নি/ কিন্তু তোমার পতন হবে না। / যদিও লোহা আর আগুন বেঁধে তে ামাকে দিনে ও রাতে। / যদি তুমি মরে যাও, তবু তোমার মরণ নেই। তাই পরবর্তীকালে কনসাল হিসেবে মেক্সিকোয় তিনবছর কাটিয়ে দেশে ফিরেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেনএবং আইনসভার সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে। প্রেসিডেন্ট ভিদেলার কাজের সমালোচনা করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা হয়। ফলে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৫০ সালের কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কান্তো জেনেরাল (সর্বজনীন গান) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ শুধু চিলি নয়, দক্ষিণ অ ামেরিকায় নয় সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের মহাকাব্য বলে বিবেচিত হয়। স্পেন ইন মাই হার্ট থেকে যে শিল্পীর নবজন্ম শু হয় তা কান্তো জেনেরাল কাব্যগ্রন্থে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে কবিসত্তার পুনর্জন্ম ঘটে। পাঁচশো পাতায় বিশ হাজার অনুচ্ছেদে বিভক্ত এ গ্রন্থ মহাকাব্যের প্রায় সমস্ত দাবী নিয়ে হাজির। মহাকাব্যিক বই হলেই যে পুরাণ কথার সমাবেশ ঘটবে তা নয়। এ বই মিথ, ইতিহাস নিয়ে সমগ্র মহাদেশের দ্বান্দ্বিক চেতনার ইতিবৃত্ত। একদিকে কবির ইতিহাস মুক্ত ব্যক্তিজীবনের সময় অন্যদিকে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ। এ কাব্যের নায়ক কোনো রাজাধিরাজ নয়, অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য, আশা- আকাঙ্খা, স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন। এ কাব্যগ্রন্থ ঝিমানবিক চেতনায় আচ্ছন্ন। সমাজ ব াস্তবতা পেল রাজনৈতিক চরিত্র--- কাঠ চেরাইকারীরা উঠুক জেগে/ আরো উঠে আসুন তাঁর কুঠার নিয়ে/ আর তাঁর ক াঠের পাত্র নিয়ে/ আর খেতে বসেন চাষীদের সঙ্গে। বা আমি জনসাধারণ, অগণন জনসাধারণ স্তব্ধতাকে পাড়ি দেওয়ার আর/ অন্ধকারে অঙ্কুর জাগানোর/ সুস্পষ্ট ক্ষমতা ধরে আমার কণ্ঠস্বর (নবম পর্ব জেনারেল সঙ) এ কাব্যগ্রন্থ জনজীবনের চারণগান হয়ে মানুষকে করেছিল উদ্দীপ্ত, এবং সেই সঙ্গে নেদা হয়ে উঠলেন জনগণের কবি। শিশির দাসের কথায়---

The idea of the people's poet Cannot be properly understood only as an intervention of politics on poetry, it is a distinctive role of a poet, it is choice. His target is primarily the readers belonging to the lower strata of the society or the oppressed at a given point of history. হ্যাঁ, ঠিক ত াই থার্ড রেসিডেন্ট থেকে জেনারেল সঙ কাব্য পরিক্রমায় তাঁর বাগ্মীতা প্রধানত জনতার জন্য প্রসারিত।সেখানে লিরিসিজিমের প্রভাব প্রায় অনুচ্চারিত। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তেজিত রূপকে ঝিজনীন ধারণা এবং আবেগের সঙ্গে সংপৃক্ত করেছিলেন। এ সময়ে তিনি কমিউনিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার কবি।

১৯৭০ সালে চিলির কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রাথমিক ভাবে নেদাকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পদে প্রার্থী হিসেবে স্থিরকরেছিল। পরে অবশ্য বামজোটের সর্বসম্মত প্রার্থী হন সালভাদোর এ্যালেনডি। নেদা খুশী মনে বন্ধু এ্যালেনডির জন্য নিজের নাম প্রত্যাহ ার করে নেন। নতুন সরকারের পক্ষে তাঁকে পাঠানো হয় প্যারিসে রাষ্ট্রদূত করে। ১৯৭১ সালে পান নোবেল প্রাইজ। ত ার মধ্যেই নেদার লেখনি অবিশ্রাম। ইতিমধ্যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের রোষানলে পড়ে গেল চিলির সরকার। কম্যুনিজম

দূর অস্ত শুধুমাত্র কিছু সংস্কারই মার্কিণ শাসক শ্রেণীর চোখে অসহ্য মনে হলো। মার্কিণ কোম্পানিগুলি চিলির যে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করছিল তাতে সরকার কিছু নিষেধাজ্ঞা জারী করতেই ওদের হুঙ্কার শোনা গেল। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে যা ঘটেছিল আগে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো চিলিতে। সাবটেজের মাধ্যমে নানা ঘটনার সূত্রপাতের শেষে দেশের সামরিক বাহিনীকে লাগিয়ে ট্যাঙ্ক, বিমানবাহিনী নামিয়ে এ্যালেন্ডি সরকারের পতন ঘটানো হলো। এ্যালেন্ডি লড়াইয়ে প্রাণ দিলেন। অজস্র মানুষের মৃত্যু হলো। গণসঙ্গীত শিল্পী ভিক্তর জারাকে গুলি করে হত্যা করা হলো। নেদাকে গৃহবন্দি করে রাখা হলো এবং তছনছ করা হলো তাঁর বাড়ি।

বন্ধু এ্যালেন্ডির মৃত্যুতে নেদা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তার একসপ্তাহ পর নেদার মৃত্যু হয়রহস্যজনক ভাবে। চিলির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য দুজনে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। এ্যালেন্ডি নেদার কবিতা ভালবাসতেন। বলতেন এতো কবিতা নয়, এ কবিতার মধ্যে চিলির হৃদয় আর বিবেক প্রতিধবনিত। নেদা মৃত্যুর কিছুদিন আগে দি স্যট্রাপস নামে একটি কবিতা লেখেন। চিলির সামরিক জুন্টা তথা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীর প্রতি ঘৃণার, ধিক্কারের এ কবিতা ইতিহাসের অঙ্গীভূত---- জ্বেলেছে অনেক আগুন, পৃথিবীকে করেছে পঙ্কিল/ ওরা পেয়েছে পয়সাআর প্ররোচনা/ ন্যু ইয়র্কের নেকড়েদের কাছে/ মরেছে হাজার মরণে,/ বিকিয়েছে নিজেদের ঘৃণিত আত্মাকে।/ এখানে ডলারের লোভ/ শত শহীদের খুনে রাঙা এই দেশে/ আজ মদের ফেয়ারা আর বারাঙ্গনার মিছিল।/ এখানেমৃত্যুর চোরাবালি/ লড়াই পসারীর প্রচন্ড রাক্ষুসে ক্ষুধায়/ সভ্যতার আজ নাভিশ্বাস।/ এখানে পীড়ন, এখানে প্রচণ্ড জ্বালা/ বুভুক্ষার অতি নিদাণ কান্না/ এখানে পীড়ন, এখানে আইন নেই। প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত হাজার সাধারণমানুষ ও শ্রমিকের মৃত্যুর স্মরণে নিঃসৃত এ কবিতা।

নেদার কবিতার স্বতস্ফূর্ততায় ছিলনা কোনো অস্পষ্টতা। কবিতা জনতার হৃদয়ের ভাষা হয়ে উঠেছিল বলেই তা রাজনৈতিক ভাষ্যের প্রচার বলে অভিহিত হয়নি। তাঁর কথায়--- আমি ভাবনাগুলোকে ভেজাল শব্দবন্ধ দিয়ে প্রকাশ করি না, কিন্তু নিজের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। তাই আমার পথ চলার কাহিনী দিয়ে একটা কবিতা তৈরী হয়ে যায়। আমি মাটি থেকে উপাদান নিই, আত্মা থেকে উপাদান নিই। আমার কাছে কবিতা একটা কাজ, একটা গুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী কাজ, যার মধ্যে মিশে আছে একাকীত্ব ভাবনার ঝিস্ততা, আবেগ ও গতি, নিজের কাছে আসা, মানুষের কাছে আসা, প্রকৃতির গোপনীয়তার প্রকাশ, আমি প্রবলভাবে ঝিাস করি মানুষ তার ছায়ার সাথে, আচরণের সাথে, কবিতার সাথে যে আটকে আছে, মানুষের যে সমাজবদ্ধতার চেতনা, তা সম্ভব হয়েছে কারণ মানুষের একটা প্রচেষ্টা আছে স্বপ্ন আর বাস্তবকে একসাথে মেলানোর। কবিতা এই স্বপ্ন আর বাস্তবকে মেলানোরকাজটা করে।.....জনতার কাছে আমি অনেক শিখেছি। মানুষের ভিড়ের সামনে আমি কবির সহজাত সংকোচ নিয়েদাঁড়াই। কিন্তু একবার ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লে আমি যে সম্পূর্ণ বদলে যাই। আমি অপরিহার্য সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই অংশ। মানবতারূপ বিশাল মহীহের আমি পাতা। আমাদের কালে একজন কবির দায় থাকবে নির্জনতা এবং জনতা উভয়েরই প্রতি। (নোবেল ভাষণের অংশবিশেষ)। বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার এই কবি সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে ভিয়েতনামের খুনীদের দেওয়া আমেরিকান আকাদেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্সের স্নাতক চিহ্ন অবহেলায় প্রত্যাখান করেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com